LIBERTY JUSTICE EQUALITY

CENTRE FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS AND SECULARISM
(CPDRS)
WEST BENGAL STATE COMMITTEE
Office: 77/2, Lenin Sarani, Kolkata- 700 013
Mob: 9883717575, 8420094883 Email: cpdrs.india@gmail.com

রাজ্য জুড়ে আন্দোলনরত SFI ও AIDSO ছাত্রছাত্রীদের উপর তৃণমূল ও পুলিশের হামলা এবং মেদিনীপুরে কোতোয়ালি থানা লকআপে AIDSO ছাত্রী কর্মীদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক আজ (০৫.০৩.২০২৫) এক বিবৃতিতে বলেন,

"সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়, বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। এর বিরুদ্ধে গত ৩ মার্চ, ছাত্র সংগঠনগুলি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ধর্মঘট ডেকে ছিল। সেই ধর্মঘটে মেদিনীপুর জেলার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের উপরে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলের ফুটেজ থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের পিকেটিং আটকাতে পুলিশ রণসাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে। যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে, মারধর করে সবুট লাথি এবং মাথায় পর্যন্ত ঘুষি বারবার মারা হয়েছে যা বিভিন্ন টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ একজন ছাত্রকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর উপরে চেপে বসেছে আর একজন পুলিশ লুটিয়ে পড়ে থাকা ছাত্রকে বার বার সবুট লাথি মারছে, এই দৃশ্য নাগরিকদের কাছে গভীর উদ্বেগের।

তার থেকেও ঘৃণিত কাজটি হলো, মেদিনীপুর মহিলা থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে কোতোয়ালি থানার লক-আপে ছাত্রীদের উপরে বর্বর অত্যাচার চালানো। মহিলা থানার ভেতরে বিভৎসভাবে ছাত্রীদের অত্যাচার করা হয়েছে। একদল মহিলা পুলিশ লাথি, লাঠি, ঘুষি, পায়ের তলায় লাঠি দিয়ে মারা, মোম গলিয়ে গায়ে ঢালা, পায়ের উপর সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে টর্চার কোনটাই বাদ দেয়নি। একজন উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত ছাত্রীকে জাত তুলে গালিগালাজ করে ভয়ংকর ভাবে অত্যচার চালানো হয়েছে। পুলিশের অত্যাচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা খুঁড়িয়ে হাঁটছে, সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন। কোন চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা হয় নি।

LIBERTY JUSTICE EQUALITY

CENTRE FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS AND SECULARISM
(CPDRS)
WEST BENGAL STATE COMMITTEE
Office: 77/2, Lenin Sarani, Kolkata- 700 013
Mob: 9883717575, 8420094883 Email: cpdrs.india@gmail.com

আঘাতের চিহ্ন ও বর্বরতার যে বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি তা ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারের দিনগুলিকে মনে করাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কি ক্রিমিনাল? তাদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করা হল কেন? গ্রেপ্তার করা ছাত্রীদের কেন মধ্যরাতে লক-আপ থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো? যদিও বা ছাড়া হল, কেন তাদের নিরাপত্তা দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হলো না? ছাত্রীদের উপরে অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ্যে এলে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিক সমাজের মধ্যে পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে ঘৃণার জন্ম হবে।

একথা অজানা নয় যে, ধর্মঘট করা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার এবং এই ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা কি হবে বা হওয়া উচিত তানিয়ে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে দ্রুত কার্যকরী করার আবেদন জানাচ্ছি -

১. মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার অধীন মহিলা থানার আইসিকে অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন নিতে হবে।

২. বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে প্রেপ্তার করা হয়েছে, তার সঙ্গে জড়িত পুলিশদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

3. নাগরিক সমাজের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

সংবাদদাতা
রাজীব সিকদার
অফিস সম্পাদক